ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৭২১

আগরতলা, ১১ নভেম্বর, ২০২৬

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঐক্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে : রাজ্যপাল



রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ সন্ধ্যায় ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল কোর্টে এআইইউ পূর্বাঞ্চল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট, ২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য হলেও ক্রীড়াক্ষেত্রে এই রাজ্যের অদম্য উদ্দীপনা রয়েছে। এই রাজ্য থেকে বহু প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ উঠে এসেছেন, যাঁরা নিজেদের কৃতিত্বের মাধ্যমে রাজ্য তথা দেশের জন্য সম্মান ও গৌরব বয়ে এনেছেন। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়ার জন্য তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্যপাল ক্রীড়া পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা, তৃণমূল স্তরে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তরুণ ক্রীড়া প্রতিভাদের চিহ্নিত করা, বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা এবং প্রতিশ্রুতিবান ক্রীড়াবিদদের স্বপ্নপূরণের পথে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

তিনি আরও বলেন, ক্রীড়াবিদদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নত পারফরম্যান্সের জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণ, আর্থিক সহায়তা, স্পোর্টস মেডিসিন, ফিজিওথেরাপি এবং যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় স্তরের প্রতিযোগিতা এবং শারীরশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অল্প বয়স থেকেই ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কারণ, ভবিষ্যতের ক্রীড়া চ্যাম্পিয়নদের ভিত শৈশবেই গড়ে তুলতে হয়।

ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, মহিলা ক্রীড়াবিদগণ প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে, সামাজিক বাধা অতিক্রম করে নতুন প্রজন্মের মেয়েদের ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করছেন। প্রায় ১৪টি রাজ্য থেকে মহিলা বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণকে তিনি নারী ক্ষমতায়ন, জাতীয় সংহতি এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষের এক উল্লেখযোগ্য উদযাপন বলে অভিহিত করেন।

অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে তিনি প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্যায়ে শৃঙ্খলা, দৃঢ় সংকল্প, দলগত সংহতি এবং প্রকৃত ক্রীড়াসুলভ মনোভাব বজায় রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বাস্কেটবল শুধুমাত্র শারীরিক শক্তি প্রদর্শন কিংবা পয়েন্ট অর্জনের খেলা নয়; এই খেলা কৌশল, সমন্বয়, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধও শেখায়।

রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন, এই প্রতিযোগিতা তরুণ মহিলা ক্রীড়াবিদদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আরও উন্নত করার এবং ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে নতুন বন্ধুত্ব গড়ে তোলার এক চমৎকার মঞ্চ হয়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস, পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত বিশিষ্ট জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মন্টু দেবনাথ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক সমীর কুমার শীল এবং আয়োজক কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার দাস-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন। লোকভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******